# কবিতা থেকে গান

আতিক হেলাল

বাংলা-সিডনি ডট কমে প্রকাশিত জনাব আহমেদ সাবের এর "সুখ নগর" কবিতাকে গানে রুপান্তিরিত করার পর পাঠক/শ্রোতাদের বিভিন্ন মন্তব্য আমাকে এ ধরনের কাজ করার জন্য উৎসাহ জুগিয়েছে প্রচুর। আর সমালোচকদের সমালোচনা আমার দৃষ্টিকে করেছে প্রসারিত। সপ্তাহে পাচঁদিনই পেশাগত কাজে ব্যস্ত থেকে ডিজিটাল রেকডিং ষ্টুডিও এবং মালটি ট্র্যাক অডিও সফটওয়ের এর দিকে ঝুকেছি নিতান্তই নেশার বশে।

গত ১২ই আগষ্ট ২০০৯ তারিখে জনাব আহমেদ সাবের এর আরেকটি কবিতা "বিস্মৃতি" বাংলা-সিডনি ডট কমে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম চার লাইন পড়ে মনে হল এটাকেও গান বানানো যাবে। শুরু হলো কাজ। কিন্তু দ্বিতীয় চার লাইনের সুর দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে গেলাম। কোনভাবেই কিছু শব্দকে সুরের ছকে নিয়ে আনা যাচ্ছে না। আমি গীতিকারকে অনুরোধ করলাম কবিতাটিকে গানের মত করে সাজিয়ে দিতে। উনি এটিকে গানের মত করে সাজিয়ে "কথা তো দেয়া ছিল" নাম দিয়ে পাঠালেন। এরপরও দুই একটি শব্দ নিয়ে সমস্যা দেখা দিলো। আমি নাছরবান্দার মত আবার সাবের ভাই কে ফোন করলাম। এই শব্দ গুলোকে পরিবতর্ন করে সমাথর্ক কিছু শব্দ বসানোর জন্য। তিনি আরও চমৎকার করে গানের কথাগুলো লিখে আমাকে ফোন করলেন। এভাবেই তৈরী হলো আহমেদ সাবেরের লেখা আরেকটি নতুন গান।

"কথা তো দেয়া ছিল" গানটি আমি মুলতঃ নতুন প্রজন্মের জন্য কিছুটা হেভি মেটাল এর মত করে কম্পোজ করার চেষ্টা করেছি। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন সিডনীর উদিয়মান শিল্পী - সুশান্ত শেখর গুন; সাথে গিটার বাজিয়েছেন সিডনীর নতুন প্রজন্মের গিটারিষ্ট - দিব্য। একটি গানের ইন্টারলুড এবং প্রিলুড তাৎক্ষনিক ভাবে বাজানোর ক্ষমতা ও দক্ষতা দিব্যর আছে।

আজকাল বাংলাদেশে অধিকাংশ সুরকাররা প্রথমে গানের সুর সৃষ্টি করেন এবং এরপর গীতিকার রা সেই সুরের উপর কথা বসান। সাবের ভাই অবশ্য এ সুযোগ পাননি। গানটি চুড়ান্ত ভাবে লেখার পরও গানের সুরটি তিনি জানতেন না। গানটি তিনি শুনেছেন রেকর্ড হবার পরে। রেকর্ড করার পর বেশ কয়েকজনকে আমি গানটি শুনিয়েছি। তারা ভাবতেই পারেননি এটা আগে একটা কবিতা ছিল। গান কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে আমার সম্বল গান সিকোয়েন্সিং উপর একটা কোর্স, কিছু ব্যবহারিক জ্ঞান এবং আমার অতীত অভিজ্ঞতা। আশা করি গানটি আপনাদের ভালো লাগবে।